ফিফা র‍্যাংকিংয়ের অংক

ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ব্রাজিল শীর্ষে আছে বহু বছর। সম্প্রতি র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে। চ্যাম্পিয়ন না হয়েও এই পরিবর্তন কী আসলে ফুটবলে আমাদের উন্নতি বোঝায়...লিখেছেন সাইমন মোহসিন

ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্ব কার? সেরা দল কোনটি? কোন দেশ? ব্রাজিলের সমর্থকরা বলবে সাম্বা দেশটিই সেরা। আর্জেন্টাইনরা বলবে আর্জেন্টিনাই সেরা। জার্মানরা বলবে তারা এককাতারে। তাহলে সেরা কে? কোন দল ভালো করছে। এই জটিল সমস্যার সমাধান দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি নিয়েছে ফিফা।

ফিফার অন্তর্ভুক্ত যেসব দেশের জাতীয় দল আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে তারাই ফিফা-কোকাকোলা র‍্যাংকিংয়ের আওতায় আসে। প্রতিবছর একটি দল যে কয়টি ম্যাচ খেলে সেগুলোকে মূল্যায়ন করে র‍্যাংকিং করা হয়। র‍্যাংকিংয়ের সময় ধরা হয় আন্তর্জাতিক, প্রদর্শনী ম্যাচ সবগুলোই। দুটি দেশ খেললেই ফলাফল বিবেচনাতে আসে। কোন খেলোয়াড়ের বা ফিফার নিজের গঠিত একাদশের প্রদর্শনী ম্যাচ বিবেচনায় আসে না। এই যেমন কয়েকদিন আগে রোনাল্ডো ও জিদান একাদশ খেললো দুটি ম্যাচ। এই ম্যাচগুলো র‍্যাংকিংয়ের পয়েন্ট প্রভাবিত করবে না।

যেসব বিষয় বিবেচনা করে পয়েন্ট দেয়া হয় সেগুলো হলো : খেলার ফলাফল, গোলের সংখ্যা, খেলা নিজ দেশের মাটিতে, নাকি অন্য দেশে হচ্ছে, ম্যাচটির গুরুত্ব, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক শক্তি।

প্রতিবছর একটি দল যে কয়টি ম্যাচ খেলে তার মধ্য থেকে সেরা সাতটি ম্যাচ বাছাই করা হয়। এই সাতটি ম্যাচকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে পয়েন্ট দেয়া হয়। এভাবে বিগত আট বছরের খেলাগুলো পর্যালোচনা করে একটি টিমের র‍্যাংকিং করা হয়। কিন্তু চলতি বছরের খেলাগুলো যে রকম মূল্যায়ন ও গুরুত্ব পায় তার চেয়ে বিগত বছরের খেলাগুলোর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে কমে। এভাবে যত পিছে যাওয়া যায় খেলাগুলোর গুরুত্ব ততই হ্রাস পায়।

খেলার ফলাফল

একটি দল যদি কোনো ম্যাচে বিজয়ী হয় তাহলে দলটি ১০ থেকে ৩০ পয়েন্ট পায়। পয়েন্টের তারতম্য নির্ভর করে বিপক্ষ দলের শক্তি ও খেলার মানের ওপর। যেমন বিপক্ষ বা পরাজিত দল যদি দুর্বল ও নিম্নমানের হয়, তাহলে বিজয়ী দল পাবে ১০ পয়েন্ট। বিপক্ষ দল যদি সমমানের বা মধ্যমানের হয় তাহলে বিজয়ী দল পাবে ২০ পয়েন্ট। ধরুন ব্রাজিল ও মালদ্বীপ খেলছে। ব্রাজিল যখন জার্মানির মুখোমুখি হয় তখন জিতলে ৩০ পয়েন্টই পাবে। তাই বলে জার্মানি একেবারে পয়েন্ট বঞ্চিত হবে না, হবে না দুর্বল মালদ্বীপ। কিন্তু তার পরিমাণ নির্ভর করবে তারা কেমন খেলছে তার ওপর। যদি কোনো দুর্বল দল উঁচুমানের কোনো দলের সঙ্গে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও ভালো খেলা প্রদর্শন করে তাহলে তারা তুলনামূলক বেশি পয়েন্ট পাবে। অবশ্য এর পরিমাণ বিজয়ী দলের অর্জিত পয়েন্টের চেয়ে কম হবে। ড্র-এর ক্ষেত্রে মালদ্বীপ পাবে ২৭ পয়েন্ট, ব্রাজির ১৫ পয়েন্ট, ব্রাজিল জার্মান ড্র হওয়া ম্যাচে ভালো খেলা দলটি ১৫-২০ পয়েন্ট। খারাপ খেলা দলটি কম পাবে।

আবার যেসব খেলার ফলাফল টাইব্রেকারে নির্ধারিত হয়। সে খেলার হিসাব একটু ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে বিজয়ী দলকে পুরো পয়েন্ট এবং পরাজিত দলকে ড্রয়ের সমমানের পয়েন্ট দেয়া হয়।

গোলের সংখ্যা

এ ক্ষেত্রেও পয়েন্টের হিসাব দু'দলের পারস্পরিক শক্তি ও খেলার মানের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের দেয়া গোল শক্তিশালী দলের দেয়া গোলের চেয়ে বেশি পয়েন্ট পাবে। আবার যে দল গোল খেয়েছে সেই দলের পয়েন্ট বিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ সে দল পয়েন্ট হারাবে। অবশ্য টাইব্রেকারে দেয়া গোলের জন্য কোনো দলই পয়েন্ট পাবে না। যদি কোনো দল একাধিক গোল করে থাকে তাহলে প্রতি গোলের জন্য সমপরিমাণ পয়েন্ট দেয়া হয় না। সে ক্ষেত্রে একটি দল প্রথম দেয়া গোলের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ পয়েন্ট পাবে। দ্বিতীয় গোলটির জন্য প্রথমটির চেয়ে কম পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়। এভাবে গোলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পয়েন্টের পরিমাণও কমতে থাকে।

খেলার ভেন্যু বা স্থান

খেলা কোথায় হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে একটি দল পয়েন্ট অর্জন করতে পারে। ধরা যাক, আর্জেন্টিনার কোনো মাঠে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার খেলা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্রাজিলকে অতিরিক্ত ৩ পয়েন্ট বোনাস হিসেবে দেয়া হবে। যেহেতু তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ ও অবস্থায় খেলছে। কিন্তু স্বাগতিক দেশ হিসেবে আর্জেন্টিনাকে কোনো পয়েন্ট দেয়া হবে না। আবার যদি একই খেলা ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয় তবে কোনো দলই কোনো রকম বোনাস পয়েন্ট পাবে না। যেহেতু খেলাটি নিরপেক্ষ দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

খেলার গুরুত্ব

একটি খেলার গুরুত্বটা কত তা হিসাব করাও জরুরি। কারণ বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার

খেলাগুলোর গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই কোনো ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ প্রতিযোগিতার খেলার চেয়ে বেশি। একইভাবে ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ প্রতিযোগিতার খেলাগুলো কোনো ফ্রেন্ডলি ম্যাচের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। ফিফা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য একটি মান নির্ধারণ করেছে। কোন প্রতিযোগিতার মান কত তা নির্ভর করে প্রতিযোগিতার গুরুত্বের ওপর। বিভিন্ন খেলার মানগুলো হলো : ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ১.০০, কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রিলিমিনারি ১.৫০, বিশ্বকাপ প্রিলিমিনারি ম্যাচ ১.৫০, কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ম্যাচ ১.৭৫, ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ ম্যাচ ১.৭৫, বিশ্বকাপ ম্যাচ ২.০০, কোনো খেলায় একটি দলের অর্জিত পয়েন্টকে এই মানের সঙ্গে গুণ করে দলের মোট পয়েন্ট হিসাব করা হয়। যেমন বিশ্বকাপের কোনো খেলায় হল্যান্ড ২৫ পয়েন্ট অর্জন করলো। এই ২৫ পয়েন্টকে আবার ২ দিয়ে গুণ করতে হবে। যেহেতু খেলাটি ছিল বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার। ফলে হল্যান্ডের পয়েন্ট দাঁড়াবে ২৫২= ৫০।

জুরিখে ফিফার নির্মানাধীন কার্যালয়

আঞ্চলিক শক্তি

এটা মানতেই হবে যে, একেকটি অঞ্চলের দলের ও খেলোয়াড়দের খেলার ধরন ভিন্ন। ফলে তাদের খেলার দক্ষতা, খেলার নৈপুণ্য এসব ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। যার জন্য তাদের খেলার মানেও পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যটাও কোনো দলের র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে। এ জন্য ফিফা প্রত্যেক অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করেছে। ম্যাচের গুরুত্বের মতো এই মানকেও একটি দলের অর্জিত পয়েন্টের সঙ্গে গুণ করতে হয়। অঞ্চলভেদে মানগুলো হলো : ইউএফা ১.০০, কনমিবল ০.৯৯, কাফ ০.৯৬, কনকাকাফ ০.৯৪, এএফসি ০.৯৩, ওএফসি ০.৯৩।

এই মান একটি অঞ্চলের খেলার মান, খেলার নৈপুণ্যতা, দক্ষতা ও কোনো দলের বিরুদ্ধে খেলার প্রদর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছর পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কোনো অঞ্চলের প্রত্যেকটি খেলাই এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ দলগুলোর মধ্য থেকে শতকরা ২৫ ভাগ দল বাছাই করা হয় এবং এ দলগুলোর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলা প্রদর্শনের ওপর ভিত্তি করে এই মান নির্ধারণ করা হয়। একই অঞ্চলের দুই দলের মধ্যে যদি কোনো খেলা হয় তাহলে ঐ অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত মানের সঙ্গে দুই দলের অর্জিত পয়েন্ট গুণ করা হয়। ধরা যাক, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মধ্যে খেলা হচ্ছে। খেলা শেষে ব্রাজিল পেল ২৪ পয়েন্ট এবং আর্জেন্টিনা পেল ২৬ পয়েন্ট। এখন এই দুই দলই যেহেতু কনমিবল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এ জন্য দুই দলের অর্জিত পয়েন্টের সঙ্গে ওই অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত মান ০.৯৯ গুণ করতে হবে। ফলে খেলা শেষে ওদের পয়েন্ট গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ২৩.৭৬ ও ২৫.৭৪।

আবার দুই ভিন্ন অঞ্চলের দলের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হলে ওই দুই অঞ্চলের নির্ধারিত মানের গড় দলগুলোর অর্জিত পয়েন্টের সঙ্গে গুণ করা হয়। যেমন ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের মধ্যকার কোনো খেলায় ব্রাজিল পেল ২৪ পয়েন্ট ও ইংল্যান্ড পেল ২৫ পয়েন্ট। ব্রাজিল হলো কনমিবলের সদস্য এবং ইংল্যান্ড ইউএফার সদস্য। এ দুই অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত মান যথাক্রমে ১.০০ ও ০.৯৯ এবং এদের গড় হলো ০.৯৯৫। ফলে দুই দলের অর্জিত পয়েন্টের সঙ্গে এই গড় মান গুণ করলে ফলাফল দাঁড়ায় ব্রাজিল ২৩.৮৮ ও ইংল্যান্ড ২৪.৮৭৫।

সুতরাং একটি খেলা শেষে কোনো দলের মোট পয়েন্ট নির্ভর করে খেলার ফলাফল, বিরোধী দলের শক্তির ওপর। দলটি কয়টি গোল দিয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়।

এই দুই বিষয়ের জন্য প্রাপ্ত পয়েন্ট যোগ করা হয়। এরপর দলটি যে কয়টি গোল খেয়েছে তার সংখ্যানুযায়ী দলটি কিছু পয়েন্ট হারাবে। অর্থাৎ দলটি যে কয়টি গোল খেয়েছে তার জন্য দলটির প্রাপ্ত পয়েন্ট থেকে কিছু পয়েন্ট বিয়োগ করা হবে। হারানো পয়েন্টের সংখ্যাও বিরোধী দলের মান ও শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রথম দুই ক্ষেত্রের বিপরীতমুখী বা উল্টোভাবে প্রযোজ্য। তারপর গুরুত্ব অনুযায়ী খেলার মান ও আঞ্চলিক শক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মানের সঙ্গে প্রাপ্ত পয়েন্ট গুণ করতে হবে। অবশ্য খেলার গুরুত্ব ও আঞ্চলিক শক্তিমানের সঙ্গে দলের অর্জিত পয়েন্ট গুণ করার আগে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যদি কোনো দল আরেক দেশে সফররত থাকে, তবে বহিরাগত দলটির অর্জিত পয়েন্টের সঙ্গে বোনাস পয়েন্ট যোগ করতে হবে।

মনে করা যাক, একটি বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতায় দুটো দলের খেলা হচ্ছে। দলগুলো যথাক্রমে দল 'ক' ও দল 'খ'। যাদের মধ্যে দল 'ক', দল 'খ'-এর চেয়ে একটু বেশি শক্তিশালী। আবার খেলাটি অনুষ্ঠিত হবার আগে দলগুলোর অর্জিত পয়েন্ট হলো দল 'ক'-৬৫০ পয়েন্ট এবং দল 'খ' ৬০০ পয়েন্ট। অতএব দল 'ক' একটু শক্তিশালী হলেও দু'দলের মধ্যে মানের পার্থক্য অত বেশি নয়। এখন দল 'ক' ও দল 'খ'-এর খেলার তিনটি ফলাফল হতে পারে। দল 'ক' জয়ী, দল 'খ' বিজয়ী বা ড্র।

যদি দল 'ক' ৩-১ গোলে জিতে। এ জন্য দল 'ক' যে পয়েন্টগুলো পাবে :

জয়ের জন্য পাবে ১৭ পয়েন্ট।

৩টি গোলের জন্য পাবে ৫ পয়েন্ট।

একটি গোল খাওয়ার জন্য বিয়োগ হবে ২ পয়েন্ট। সুতরাং ফলাফল দাঁড়ায় ১৭+১৫-২= ২০ পয়েন্ট আবার দল 'খ' যদিও পরাজিত হয়েছে কিন্তু তাদের খেলা প্রদর্শনের ওপর ভিত্তি করে তারা পাবে ৫ পয়েন্ট।

একটি গোল দেয়ার জন্য পাবে ৩ পয়েন্ট।

৩টি গোল খাওয়ার জন্য বিয়োগ হবে ৪ পয়েন্ট।

অতএব, ফলাফল দাঁড়ায় ৫+৩-৪= ৪ পয়েন্টে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সে খেলা শেষে দু'দলের পয়েন্ট হলো দল 'ক' ২০ পয়েন্ট এবং দল 'খ' ৪ পয়েন্ট। যদি নিরপেক্ষ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে কোনো দলই কোনো বোনাস পয়েন্ট পাবে না। কিন্তু একটি দল যদি অন্য দলের দেশে গিয়ে খেলে তাহলে প্রথম দলটি ৩টি বোনাস পয়েন্ট পাবে। এ ক্ষেত্রে মনে করা যাক, দল 'খ' ছিল বহিরাগত দল। তাহলে দল 'খ'-এর অর্জিত পয়েন্টের সঙ্গে আরো ৩ পয়েন্ট যোগ হবে। অর্থাৎ এখন দল 'খ'-এর পয়েন্ট ৪+৩=৭ পয়েন্ট। একইভাবে খেলায় যদি দল 'খ' ৩-১ গোলে জিতে তাহলে পয়েন্ট নিম্নরূপে বিন্যাস করা হতো।

দল 'ক' এর জন্য

খেলা প্রদর্শনের জন্য পাবে ৩ পয়েন্ট

১টি গোল দেয়ার জন্য পাবে ২ পয়েন্ট

৩টি গোল খাওয়ার জন্য বিয়োগ হবে ৪ পয়েন্ট

ফলে ফলাফল দাঁড়ায় ৩+২-৪= ১ পয়েন্ট

দল 'খ'-এর জন্য

জয়ের জন্য পাবে ২২ পয়েন্ট

৩টি গোল দেয়ার জন্য ৭ পয়েন্ট পাবে

১টি গোল খাওয়ার জন্য বিয়োগ হবে ৩ পয়েন্ট

বহিরাগত দল হিসেবে বোনাস পাবে ৩ পয়েন্ট

ফলে ফলাফল দাঁড়ায় ২২+৭-৩+৩= ২৯ পয়েন্ট

এ ক্ষেত্রে খেলা শেষে দল 'ক' পাবে ১ পয়েন্ট এবং দল 'খ' পাবে ২৯ পয়েন্ট।

দেখা যাচ্ছে, দল 'ক' জিতলে পাবে ১ পয়েন্ট এবং দল 'খ' জিতলে পাবে ২৯ পয়েন্ট। পয়েন্টের এ পার্থক্যের কারণ হলো দু'দলের পারস্পরিক শক্তি ও খেলার মানের পার্থক্য। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে দল

'ক' একটু শক্তিশালী এবং দল 'খ' অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল। এ জন্য দল 'খ' যখন জয়লাভ করলো তখন দল 'খ' একটু বেশি পয়েন্টের অধিকারী হবে। আবার খেলাটি ২-২ গোলে ড্র হলে দল 'ক'-এর প্রাপ্ত পয়েন্টের পরিমাণ হবে -

খেলা প্রদর্শনের জন্য পাবে ৭ পয়েন্ট
২টি গোল দেয়ার জন্য পাবে ৪ পয়েন্ট
২টি গোল খাওয়ার জন্য বিয়োগ হবে ৩ পয়েন্ট। অতএব দল 'ক'-এর প্রাপ্ত মোট পয়েন্ট হলো ৭+৪-৩= ৮ পয়েন্ট

দল 'খ'-এর ক্ষেত্রে খেলা প্রদর্শনের জন্য পাবে ১২ পয়েন্ট। ২টি গোল দেয়ার জন্য পাবে ৫ পয়েন্ট। ২টি গোল খাওয়ার জন্য বিয়োগ হবে ৩ পয়েন্ট। বহিরাগত দল হিসেবে বোনাস পাবে ৩ পয়েন্ট। ফলে ফলাফল হলো ১২+৫-৩+৩= ১৭ পয়েন্ট। সুতরাং খেলাটি ২-২ গোলে ড্র হলে দল 'ক' পাবে ৮ পয়েন্ট এবং দল 'খ' পাবে ১৭ পয়েন্ট।

খেলার ফলাফল যাই হোক খেলার গুরুত্বের জন্য এবং আঞ্চলিক শক্তির জন্য প্রদানকৃত হিসাব সব সময় একই রকম হয়। উদাহরণস্বরূপ যে খেলাটি ড্র হয়েছে সেটিই ধরা যাক। খেলাটি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার হলে দু'দলের প্রাপ্ত পয়েন্টের সঙ্গে ২.০০ গুণ করতে হবে। তাহলে দল 'ক'-এর মোট পয়েন্ট দাঁড়ায় ৮২.০০= ১৬। এবং দল 'খ'-এর মোট পয়েন্ট হবে ১৭২.০০= ৩৪।

এটা হলো একটি খেলার পয়েন্টের হিসাব। এভাবে কোনো দল সারা বছর যে কয়টি ম্যাচ খেলে তার প্রত্যেকটি প্রাপ্ত পয়েন্ট হিসাব করা হয়। বছর শেষে দলটি প্রাপ্ত পয়েন্ট এবং গত ৭ বছরে প্রাপ্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে দলটির র‍্যাংকি করা হয়ে থাকে।

র‍্যাংকিং পদ্ধতি

আগেই বলা হয়েছে একটি দল বছরে যে কয়টি ম্যাচ খেলে তার মধ্য থেকে সেরা ৭টি ম্যাচ বাছাই করা হয়। এবং বাছাইকৃত ৭টি ম্যাচের ওপরই মূলত দলটির র‍্যাংকিং নির্ভর করে। কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে, অন্যান্য খেলাগুলো কোনো গুরুত্ব পাবে না।

মনে করা যাক কোনো দল চলতি বছরে ১২টি ম্যাচ খেলছে এবং এই ১২টি ম্যাচের প্রত্যেকটির জন্য দলটি পৃথক পৃথকভাবে কিছু পয়েন্ট অর্জন করছে। ধরুন পয়েন্টগুলো হলো ২০, ১৫, ১০, ৬, ২০, ১৫, ১০, ১২, ১৮, ১৩, ৭, ১০।

এই ১২টি খেলার মধ্য থেকে সেরা ৭টি খেলা বাছাই করে সেগুলোর পয়েন্ট যোগ করা হয়। ফলে বাছাইকৃত সেরা ৭টি খেলার মোট পয়েন্ট দাঁড়ায় ২০+১৫+২০+১৫+১২+১৮+১৩= ১১৩। এবার দলের ১২টি ম্যাচের জন্য প্রাপ্ত পয়েন্টের গড় বের করা হয়। ১২টি ম্যাচের মোট পয়েন্ট।

০+১৫+১০+৬+২০+১৫+১০+১২+১৮+১৩+৭+১০= ১৫৬। গড় : ১৫৬ ১২= ১৩ এই গড় পয়েন্টকে ৭ দিয়ে গুণ করা হয়। অর্থাৎ ১৩৭= ৯১। এই মানের সঙ্গে বাছাইকৃত ৭টি খেলার মোট পয়েন্ট যোগ করতে হবে। সুতরাং ১১৩+৯১= ২০৪ প্রাপ্ত এই মানকে ২ দিয়ে ভাগ করতে হবে। অর্থাৎ ২০৪ ২= ১০২। এই ১০২ পয়েন্ট হলো দলটির ওই বছরের জন্য প্রাপ্ত পয়েন্ট। এভাবে প্রত্যেক বছরের জন্য দলটির মোট প্রাপ্ত নম্বর হিসাব করা হয়।

গত ৭ বছরের প্রাপ্ত পয়েন্টের সঙ্গে চলতি বছরের পয়েন্ট যোগ করে দলটির ছড়াও র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু গত ৭ বছরের প্রাপ্ত পয়েন্টগুলোকে সমান গুরুত্ব দেয়া হবে না। সে ক্ষেত্রে যত পেছনের দিকে যাওয়া যায় ততই প্রতি বছরের প্রাপ্ত পয়েন্টের গুরুত্ব যথাক্রমে কমতে থাকবে। উদাহরণ দিয়ে বোঝালে ব্যাপারটা আরো একটু পরিষ্কার হবে।

ধরি,

২০০৫ সালে দল 'ক' পেয়েছে ১০২ পয়েন্ট
২০০৪ " " " " ১০৫ "
২০০৩ " " " " ৯৫ "
২০০২ " " " " ৯৮ "
২০০১ " " " " ১০০ "

এখন ২০০৪-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দলটির প্রাপ্ত পয়েন্টগুলোর একটি নির্দিষ্ট অংশ ২০০৫ সালের পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে র‍্যাংকিং করা হবে।

২০০৪ এ প্রাপ্ত পয়েন্ট ১০৫-এর ০.৮৭৫ এর অংশ = ৯১.৮৭
২০০৩ " " " ৯৫-এর ০.৭৫ এর অংশ = ৭১.২৫
২০০২ " " " ৯৮-এর ০.৬২৫ এর অংশ = ৬১.২৫
২০০১ " " " ১০০ এর ০.৫ এর অংশ = ৫০

২০০৪-২০০১ পর্যন্ত প্রাপ্ত পয়েন্টের অংশগুলোকে চলতি বছরের অর্থাৎ ২০০৫-এ প্রাপ্ত পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে চূড়ান্ত র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হবে।

সুতরাং,১০২+৯১.৮৭+৭১.২৫+৬১.২৫ +৫০= ৩১৫.১২। সুতরাং দলটির প্রাপ্ত চূড়ান্ত পয়েন্ট হলো ৩১৫.১২। এই পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করেই র‍্যাংকিংয়ে দলটির স্থান নির্ধারণ করা হবে।

ইউরোপ ও ল্যাটিন দলগুলোর মধ্যে ইউরোপের দলগুলোতে র‍্যাংকিং অবস্থানে তারতম্য ঘটে। ল্যাটিন দলগুলোর তারতম্য খুব বেশি হয় না। কারণ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ছাড়া অন্য দলগুলোর মান খুব ভালো নয়। তাই ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এগিয়ে থাকে র‍্যাংকিংয়ে। ইউরোপে একই মানের ৭/৮টি দল থাকায় র‍্যাংকিং অবস্থান পরিবর্তন হয় ঘন ঘন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ফিফা র‍্যাংকিং উত্থানও মূলত সমশক্তির দলগুলোর বিপক্ষে সফলতার পুরস্কার। সাফ গেমসে ও মিয়ানমারের টুর্নামেন্টে রানার্স আপ হওয়ার সুবিধা হয়েছে।

বার্ষিক অনুষ্ঠানে ফিফা প্রেসিডেন্ট সেপ ব্ল্যাটার(বায়ে), ডানে ইউয়েফা'র প্রেসিডেন্ট ইয়োহানসন

বাংলাদেশের গত নবেম্বর-ডিসেম্বরে র‍্যাংকিং ছিল ১৭০ ও ১৬০-এর মধ্যে। আমরা এ সময় মিয়ানমার (১৪২), মালদ্বীপ (১৩৩), পাকিস্তান (১৫৮) ও ভারতের (১১৭) সঙ্গে খেলেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে খেলায় হারলেও কিছু পয়েন্ট আমরা পাই মোটামুটি খেলার জন্য। মালদ্বীপ ও পাকিস্তানকে হারিয়ে আমরা র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে যাই। ভবিষ্যতে টুর্নামেন্টগুলোতে ভাল খেলতে এবং চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে আমাদের র‍্যাংকিং ১৩০-এর মতো হতে পারে। ১৯৯৬ সালে এপ্রিলে আমাদের অবস্থান ছিল ১১০, ২০০৩ সালে শেষের দিকে আমরা ১৫০-এর বাইরে চলে যাই। ফুটবল টুর্নামেন্টে ক্রমাগত সাফল্যই ফুটবল বিশ্বে আমাদের সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারবে।